শিক্ষার্থীদের আশা-আকাঙ্ক্ষায় জাতীয় নাগরিক পার্টি

নিজস্ব প্রতিবেদক

২২ মার্চ ২০২৫, ১২:০০ এএম

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটির সমন্বয়ে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত একটি রাজনৈতিক দল জাতীয় নাগরিক পার্টি। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নাহিদ ইসলামকে আহ্বায়ক করে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি রাজনৈতিক এই দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রথম ছাত্র-নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক দল।

দলটি নিয়ে শিক্ষার্থীরা কী ভাবছেন, কীভাবে মূল্যায়ন করছেন, তা নিয়ে আমাদের সময়ের কাছে মতামত জানিয়েছেন-

নতুন ছাত্র নেতৃত্ব; আশা ও প্রত্যাশা

মনীষা রানী বিশ্বাস

ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গত ১৭ বছরে স্বৈরাচারী শাসনের মাধ্যমে ক্ষমতার একচেটিয়া ব্যবহার, বিরোধী মত দমন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন করা, দুর্নীতি ও লুটপাটের রাজত্ব কায়েম করার মধ্য দিয়ে শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়েছে। বর্তমান সময়ে আমাদের দেশের রাজনীতিতে ‘জাতীয় নাগরিক পার্টি’

নামের নতুন একটি দল আত্মপ্রকাশ করেছে, যাদের দিকে এখন জাতির দৃষ্টি নিবদ্ধ। আমরা আশা করি, এই নতুন ছাত্র-নেতৃত্ব তাদের বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ এবং সঠিক দিকনির্দেশনার মাধ্যমে এগিয়ে যাবে এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সবার স্বার্থ রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। আমরা চাই, তারা হবে প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিক চেতনার ধারক ও বাহক। তারা শুধু দলীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য নয়, বরং সাধারণ কৃষক, দিনমজুর থেকে শুরু করে সব শ্রেণি-পেশার মানুষের অধিকার রক্ষায় সোচ্চার হবে। তাদের কাজ হবে মানুষের প্রকৃত কল্যাণের জন্য, ব্যক্তিস্বার্থ ও দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে। এ ছাড়াও অতীতের ছাত্ররাজনীতির যে দুর্নীতিগ্রস্ত, দলীয় স্বার্থ, সন্ত্রাস কিংবা সহিংস দিক ছিল, সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে তারা নতুন সংস্কৃতি গড়ে তুলবে। তবে নতুন এই নেতৃত্ব যদি পুরনো ধারার রাজনীতি অনুসরণ করে, যদি তারা ক্ষমতার লোভে নিজেদের নীতিহীন করে তোলে, তাহলে জাতি আবারও হতাশ হবে। আমরা চাই, তারা হবে পরিবর্তনের দূতÑ যারা সত্যিকার অর্থে দেশ ও জনগণের জন্য কাজ করবে।

তারুণ্যেই বিশ্বাস, শিক্ষার্থীরাই কাণ্ডারি

শাদমান তাবিব

কম্পিউটার সায়েন্স, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)

দীর্ঘ পরিক্রমায় চলে আসা ধারা-ধারণাকে আগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রাজনীতির আবহমান সংস্কৃতিতে মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের অনুপস্থিতি অনেক দিন ধরে এক অক্ষেপের নাম। তবে আশার পালে নব হাওয়া সংযোজন বাংলাদেশের বদলে যাওয়া প্রেক্ষাপট। সব আলোচনা-সমালোচনার মাঝে তাই নতুন আশার সুতো বোনা কাল্পনিক নয় অন্তত। সে জন্য সর্বজনীন অংগ্রহণ সুনিশ্চিতকরণে যে বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো, পরোক্ষভাবে একটি সুবিশাল মেধাসম্পদকে কাজে লাগানো। যদি টেকনোলজির ভাষায় বলতে হয়Ñ ফ্রন্ট এন্ড-এ পেশাদার রাজনীতিবিদদের পাশাপাশি ব্যাক এন্ড-এ অপেশাদার মেধাবী ছাত্র-জনতার সংযুক্তি। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংগঠন একটি বিতর্কিত এবং অভিশপ্ত নাম; অন্তত বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে বুয়েটের গত বছরের টাইমলাইন ঘুরে এলেই বোঝা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংগঠনিক ছাত্ররাজনীতির করাল গ্রাস থেকে মুক্ত হয়ে এই বিশাল মেধাবী জনশক্তিকে পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় সংস্কারে কাজে লাগাতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রতিনিধিদের সঙ্গে মত বিনিময় করে তাদের সুচিন্তিত মতামত গ্রহণের পাশাপাশি অনলাইনে ভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সুপারিশকার্যের পর্যালোচনা করতে হবে।

আগামীর রাজনীতি এবং মেধাবী শিক্ষার্থী

আফসানা এলিন, এমবিবিএস, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ

নেপোলিয়ানের বিখ্যাত উক্তি- ‘তোমরা আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদের একটি শিক্ষিত জাতি দেব।’ ঠিক তেমনই, আজ প্রয়োজন যোগ্য নেতা নির্বাচন, যিনি আমাদের একটি উন্নত রাষ্ট্র উপহার দেবেন। ১৯৫২ থেকে ১৯৭১Ñ রক্ত, ত্যাগ আর সংগ্রামের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের স্বাধীনতা। সেই শুরু থেকেই ছাত্রসমাজ ছিল অগ্রদূত। ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে ২০২৪-এর স্বৈরাচার পতনÑ প্রতিটি পরিবর্তনের পথপ্রদর্শক তারা। তাই ছাত্রদের নতুন দল আজ জাতির জন্য নতুন সম্ভাবনা। গত ৫৪ বছরে আমরা উন্নত রাষ্ট্র হতে পারিনি, কারণ যোগ্য নেতৃত্বের অভাব। রাজনীতি মেধাবীদের অবমূল্যায়ন করেছে, বৈষম্য বাড়িয়েছে। কিন্তু ২০২৪-এর আন্দোলন এই অচলায়তন ভেঙেছে। ছাত্রদের নতুন এই উদ্যোগই পারে সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি করতে, দেশকে এগিয়ে নিতে। দেশ ও জনগণের কল্যাণই হোক তাদের একমাত্র লক্ষ্য!

ছাত্রদের নতুন দলের হাতে রচিত হোক গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা

শারমিন উদ্দিন, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, ইডেন মহিলা কলেজে, ঢাকা

সদ্য ঘোষিত নতুন রাজনৈতিক শক্তিকে ঘিরে ইতোমধ্যে জনমনে অসংখ্য আশা-আকাক্সক্ষার বীজ রোপিত হয়েছে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকা অগ্রগামী ছাত্রনেতাদের হাত ধরে জাতীয় নাগরিক পার্টির শুভ সূচনা হয়েছে। এই নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে দেশের পুরনো ভঙ্গুর রাজনৈতিক কাঠামো ভেঙে একটি সুষ্ঠু রাজনৈতিক সংস্কৃতির চর্চা খুব জরুরি। অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন রাজনৈতিক শক্তিকে গণ-অভ্যুত্থানের আশা-আকাক্সক্ষা পূরণে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। প্রান্তিক জনগণের সব সংকট, দুর্দশা নিরসনে নজর দিতে হবে। আইনের শাসন, মানবাধিকার, ন্যায্যতা, সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে। নতুন রাজনৈতিক পথপরিক্রমা নির্ধারণে ছাত্র-জনতাকে সম্পৃক্ত করতে হবে।

নতুন দলের হাতে সত্যিকারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক। ঘুণে ধরা সমাজকাঠামোর পরিবর্তন এবং কর্তৃত্ববাদী রাজনৈতিক ব্যবস্থার অবসান ঘটুক। সর্বোপরি গণমানুষের পক্ষের শক্তি হয়ে উঠুক ছাত্রদের নতুন দল।

জনমানুষের জন্য রাজনীতি করুক এনসিপি

তুহিন চাকমা, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আবির্ভাব নতুন আশার সঞ্চার করেছে। তরুণ নেতৃত্ব, ঐক্যের রাজনীতি ও নতুন সংবিধান প্রণয়নের অঙ্গীকার নিঃসন্দেহে যুগান্তকারী চিন্তার প্রতিফলন। তবে এই দলের টিকে থাকা এবং সফলতা নির্ভর করবে তারা কতটা স্বচ্ছ, গণতান্ত্রিক ও আদর্শনিষ্ঠ থাকতে পারে তার ওপর। প্রথমত, নতুন দলকে নিশ্চিত করতে হবে যে তারা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থের ঊর্ধ্বে থাকবে। অতীতে দেখা গেছে, রাজনৈতিক দলগুলো আদর্শিক অবস্থান হারিয়ে ক্ষমতা ও সুবিধাবাদে জড়িয়ে পড়েছে। তাদের প্রতিশ্রুত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নেতৃত্ব নির্বাচন করতে হবে এবং পারিবারিক রাজনীতিকে বর্জন করতে হবে। দ্বিতীয়ত, অর্থায়ন ও কার্যক্রমে স্বচ্ছতা অপরিহার্য। দলীয় কার্যক্রম পরিচালনায় অনিয়ম বা দুর্নীতির আশ্রয় নিলে জনগণের আস্থা হারানোর ঝুঁকি থাকবে। এ জন্য দলীয় ফান্ডিং থেকে শুরু করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জবাবদিহি নিশ্চিত করা জরুরি। তৃতীয়ত, সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতে হবে। শুধু রাজনৈতিক বক্তব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বাস্তবে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য কার্যকর নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

তারুণ্য- সুষ্ঠু রাজনৈতিক নির্ভরযোগ্য প্রতীক

মোহাম্মদ নাদের হোসেন ভূঁইয়া, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ফেনী সরকারি কলেজ

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন দেশের সৃষ্টি হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্বাধীনতার পর থেকে যে কয়টি দল দেশ পরিচালনার নেতৃত্ব দিয়েছে সবাই মোটামুটি চেষ্টা করেছে দেশের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার। চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থান তরুণ প্রজন্মকে বুঝিয়ে দিয়েছে, এ দেশে তারুণ্যের বিকল্প নেই। একমাত্র তারুণ্যনির্ভর শক্তি পারে দেশের অসুস্থ রাজনীতিকে সুস্থ করে তুলতে। গড়ে তুলতে পারে একটি গঠনমূলক রাজনৈতিক পরিবেশ; যেখানে দল-মত-নির্বিশেষে দেশের স্বার্থে সবাই এক ও অভিন্ন থাকবে। এ ছাড়া তথ্য-প্রযুক্তির এই যুগে মেধাবী তরুণদের বাদ দিয়ে কোনো দেশ সাফল্যের শিখরে পৌঁছতে পারেনি। বরং তারুণ্যকে যথাযথ ব্যবহার করতে পারলে সফলতা অনিবার্য। গণতান্ত্রিক দেশে তারুণ্যনির্ভর এই রাজনৈতিক দল নিঃসন্দেহে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে।